SUBJECT: HUMAN DEVELOPMENT

SEMESTER: 2ND

CORE COURSE: HMDACOR04T

ASSIGNED TOPIC:

TOPIC 3.

Objectives of Early Childhood Care and Education (ECCE), Recent Developments- National Policy on Education, Yashpal Committee Report: Learning Without Burden, Role of Indian Association for Pre School Education

ASSIGNED TO:

DR. MAYURAKSHEE GANGOPADHYAY
Assistant Professor
Department of Human Development
Dum Dum Motijheel College

HMDA - SEMESTER - II

HMDACOR04T

Topic- 3.

Q. Objectives of Early Childhood Care and Education [ECCE]

Q. প্রাক্-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর

⇒ শিশুর জীবনের প্রথম আট বছর ব্যাপক বৃদ্ধি ও বিকাশের সময়, প্রথম তিন বছরে মস্তিষ্ক কর্মক্ষম হয়, এই কর্মক্ষমতা সর্বাধিক হয় আট বছর বয়সে, তাই শিশুর জীবনের এই সময়কালে অতিরিক্ত ও যথাযথ যত্ন প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে তারা যত্নসহকারে নিজেদের জীবন বুদ্ধিমত্তার সাথে অতিক্রম করতে পারে, পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অবগত হয় ও এই মিথস্ক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সুসম্পন্ন হয়, বংশগতি দ্বারাও তাই পরিবেশের গুরুত্ব শিশুর বিকাশের অনেকটাই বেশি,

প্রাক্-শৈশবকালের যথাযথ শিক্ষার উপর একটি শিশুর শারীরবৃত্তীয়, পেশীয়, জ্ঞানীয়, সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশ নির্ভর করে, শিশুর ভাষার বিকাশ এবং প্রাথমিক বোধশক্তির বিকাশও এই সময়ের শিক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সুইস (Swiss) মনোবিজ্ঞানী জাঁ পিঁয়াজে (Jean Piaget) প্রাক্-শৈশবকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার জনক, তিনি তাঁর জীবনের মূল্যবান সময় শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেছেন, তাঁর কাজের ধারা তাঁর পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীগণও অনুসরণ করেছেন, বর্তমানেও তা অনুসরণ করা হয়।

ভারতবর্ষে ECCE ব্যবস্থা:

ভারতবর্ষে ECCE ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুর প্রথম আটবছরের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। 0-3 বছরের শিশুদের শিক্ষা হয় যা ক্রেশের মাধ্যমে দেওয়া হয়,

প্রকৃতপক্ষে ECCE ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার থেকেও জরুরী, ECCE

(2)

একটি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য কাজ করে, শিশুর শারীরিক, মানসিক, আবেগীয়, সামাজিক, বৌদ্ধিক, ভাষাগত ইত্যাদির পাশাপাশি সামগ্রিক বিকাশ ও দীর্ঘস্থায়ী জীবনব্যাপী তারা যেন সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে সে বিষয়ে সহায়ক হলো ECCE.

ECCE সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক একটি ব্যবস্থা এবং এটি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও সুস্বাস্থ্যমূলক, বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনে সুস্থ প্রাক্-প্রাথমিক ব্যবস্থাসহ বয়সোচিতভাবে শিশুদের যে ব্যবহার আগ্রহী করে তোলাও ECCE-র উদ্দেশ্য।

স্তর বা পর্যায় :

(i) প্রাথমিক স্তর (0 - 3 বছর) → হোম বা ক্রেশের মাধ্যমে সার্বিক শিক্ষামূলক বিষয় সম্পর্কে বোঝানো।

(ii) মধ্যস্তর (3 - 6 বছর) → Early Childhood Education (ECE) ব্যবস্থাপনায় অঙ্গনওয়াড়ি, বালওয়াড়ি, নার্সারি, প্রিস্কুল, কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদিতে শিক্ষা প্রদান।

(iii) শেষস্তর (6 - 8 বছর) → বিদ্যালয়ে Early Primary Schooling Programme.

ECCE-র উদ্দেশ্য :

ECCE-র মুখ্য উদ্দেশ্য হলো "To facilitate optimum development of the child's full potential" অর্থাৎ একটি শিশুর সার্বিক বিকাশকে সুষ্ঠুভাবে প্রভাবিত করা, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক পরিকাঠামো প্রয়োগ করাও ECCE-র উদ্দেশ্য, শিশুর পিতামাতা ও পরিবার দ্বারাও সম্প্রদায়গত ভাবে ECCE কেন্দ্রগুলির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুর ভবিষ্যৎকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়।

• ECCE-র মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ →

1. প্রত্যেক শিশু যেন সুস্বাস্থ্য পায়, যোগ্য সম্মান পায়, নিরাপদ বোধ করে ও ইতিবাচক আত্মধারণা তৈরি করতে পারে।

2. প্রত্যেক শিশুর বর্ধনক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী যেন তারা শারীরিক ও পেশীয় বিকাশ অর্জন করতে পারে।

3. সুস্থ ও সুষম পুষ্টি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্ব-নির্ভর ~~[illegible]~~ কৌশলগুলি শিক্ষা করতে পারে।

4. প্রত্যেক শিশু যেন নিজের কথা পরিষ্কারভাবে বলতে ও শুনতে উভয়েই অভ্যস্ত হয়।

5. ইন্দ্রিয়ের বিকাশ যেন যথাযথ হয়।

6. বৌদ্ধিক বিকাশ যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

7. সবকিছুকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা, অনুসন্ধিৎসা ও পরীক্ষা করার মানসিকতা যেন তৈরি হয়।

8. সামাজিক দক্ষতা, সামাজিক-অংশগ্রহণ ও প্রাক্ষোভিক সুস্থতা যেন বজায় থাকে।

9. সৃজনশীলতার বোধ তৈরি করা ও সৃজনশীল কাজে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

10. সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞানসম্মত মূল্যবোধগুলি শেখানো যা তাদের মানুষ হিসাবে সমৃদ্ধ করবে ও আচরণ ঠিক ও সমাজোপযোগী করতে সাহায্য করবে।

11. বাড়ি থেকে ECCE কেন্দ্র থেকে বিদ্যালয় - এই পর্যায়ক্রমিক শিক্ষামূলক গঠন ও পরিবেশকে বজায় রাখতে হবে।

12. সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশকে অনুষ্ঠিত করতে হবে।

মূল্যায়ন:

ECCE ব্যবস্থাপনা একটি শিশুর কেবলমাত্র যত্ন নয় বরং শিক্ষামূলক অগ্রগতির দিকটি-কেও সুসংহতভাবে দেখে, শিশুর যত্ন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, খেলা, শিক্ষা এই বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, ECCE এই বিষয়গুলিকেই একটি পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে যাতে সমাজের সকল শিশু এই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি যথাসময়ে পেতে পারে। প্রাক-শৈশবকালীন বিকাশে ভারতবর্ষের মতো দেশে ECCE-র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব চাহিদা আছে, প্রত্যেক শিশু তার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসহ পৃথক, তাই তাদের একটি সুসংহত যত্ন ও পরিচর্যামূলক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন যাতে নিরাপদভাবে তারা তাদের গুণাগুণগুলি চর্চা করার সুযোগ পায়।

পারিবারিক আয়, শ্রেণী, বর্ণ, সামাজিক অবস্থান, বাসস্থান ও অন্যান্য সবরকম বৈষম্য বাদ দিয়ে শিশুদের বিকাশকে সামগ্রিকভাবে সমান মানের ও সমান গুরুত্বের করে তোলা ECCE-র অন্যতম কাজ।

———

- Mayurakshee Gangopadhyay

(1)

Q. Explain how ECCE helps in all round development of a child.

Q. শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে ECCE কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা আলোচনা কর।

⇒ NCERT (২০০৬) ECCE-র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছে যে এটির মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি হলো —

1) শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন, যাতে শিশু তার দক্ষতা ও ক্ষমতা নিজেই বুঝতে পারে,
2) শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা
3) মহিলা ও শিশুকন্যাদের শিক্ষার জন্য সাহায্যকারী ব্যবস্থাপনা.

নিম্নে ECCE-র উদ্দেশ্যগুলি বিভিন্ন বয়সানুযায়ী আলোচনা করা হল →

(A) 0 – 5 বছরের শিশুদের জন্য ECCE-র উদ্দেশ্যসমূহ :

ECCE-র উদ্দেশ্যগুলি বা লক্ষ্যগুলিকে 5 টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা —
i) সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য
ii) শারীরিক ও পেশীর বিকাশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য
iii) ভাষার বিকাশগত উদ্দেশ্য
iv) জ্ঞানীয় ও বৌদ্ধিক বিকাশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য
v) সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যচেতনার বিকাশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য

(i) সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য :

a) শিশুর নিরাপত্তাসংক্রান্ত ধারণার বিকাশ
b) বড়োদের প্রতি শিশুর বিশ্বাস জাগরণ
c) ~~শিশুদের~~ ব্যক্তিগত অভ্যাস গঠন, যেমন —
- শৌচাগারের ব্যবহার
- নিজে নিজে খাওয়ার অভ্যাস
- হাত ধোওয়ার অভ্যাস

d) সামাজিক অভ্যাস গঠন যেমন —
- ECCE কর্মী / শিক্ষকদের শুভেচ্ছা জানানো

- সুব্যবহার গঠন
- অপরকে সাহায্য করা
- অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলার অভ্যাস গঠন

e) আচরণ নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা
f) ইতিবাচক আত্মধারণা গঠন
g) দলগত কাজে আগ্রহ
h) নিজের আবেগকে সমাজ উপযোগী করে প্রকাশ করা ও নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা
i) অপরের আবেগ বোঝার দক্ষতা
j) পরিবেশের যত্ন নেওয়া

(ii) শারীরিক ও পেশীগত বিকাশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য :
a) যথাযথ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা
b) বৃহৎ পেশীর বিকাশ
c) ক্ষুদ্র পেশীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি
d) চোখ ও হাতের সমন্বয় রক্ষা
e) হাত ও মুখের সমন্বয় রক্ষা

(iii) ভাষার বিকাশগত উদ্দেশ্য :
a) কথা শোনার দক্ষতার বিকাশ
b) কথা বলার দক্ষতার বিকাশ যেমন শব্দকোষ গঠন, পরিষ্কার ভাবে কথা বলা, পূর্ণ বাক্যে কথা বলা ইত্যাদি
c) 4-5 বছরের শিশুদের জন্য লেখার দক্ষতার বিকাশ

(iv) জ্ঞানীয় ও বৌদ্ধিক বিকাশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য :
a) সার্বিক বৌদ্ধিক দক্ষতার বিকাশ যেমন 5টি ইন্দ্রিয়গত সংবেদনশীলতার বিকাশ, স্মরণশক্তির বিকাশ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ, বস্তুপদার্থের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের বিকাশ, চিন্তাভাবনার বিকাশ, সমস্যা সমাধান ও যুক্তিবোধের বিকাশ
b) সার্বিক ধারণার বিকাশ, যেমন রঙের ধারণা, আকার আকৃতির ধারণা, ওজনের ধারণা, সময়, উত্তাপ ও পরিবেশগত ধারণার বিকাশ।

(3)

(v) সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ :→

a) কলাশিল্পের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ আর্ট, গান, গতি ইত্যাদির প্রতি সৃজনশীল ভাবনার বিকাশ,

(B) 5–8 বছর বয়সী শিশুদের জন্য ECCE-র উদ্দেশ্যসমূহ :

(i) সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশসংক্রান্ত উদ্দেশ্য :

a) বিভিন্ন অভ্যাস গঠন যেমন ব্যক্তিগত ও পারিবেশিক সুস্থতা বজায়ের অভ্যাস

b) সামাজিক অভ্যাস যেমন - ECCE শিক্ষক/কর্মীদের সম্মান করা, ভদ্র ব্যবহার, অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার অভ্যাস গঠন, নিয়মিত উপস্থিতি ইত্যাদি.

c) নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতার শিক্ষা

d) ইতিবাচক আত্মধারণার বিকাশ

e) দলগত কাজে অংশগ্রহণ

f) সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, স্বাধীনতা ও নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা

(ii) শারীরিক ও পেশীর বিকাশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য !

a) যথাযথ শারীরিক বিকাশ

b) বৃহত্তর পেশীর বিকাশ

(iii) ভাষার বিকাশগত উদ্দেশ্য :

a) শুনা শোনার দক্ষতার বিকাশ

b) ভাষার অভিব্যক্তি বোঝার দক্ষতার বিকাশ

c) পড়ার দক্ষতার বিকাশ

d) লেখার দক্ষতার বিকাশ

(iv) জ্ঞানীয় ও বৌদ্ধিক বিকাশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য :

a) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতা

b) পর্যবেক্ষণ ও স্মরণশক্তির বিকাশ

c) বিভাজন করার দক্ষতার বিকাশ

d) পর্যায়ক্রমিক চিন্তাভাবনা করার দক্ষতার বিকাশ

e) সমস্যা সমাধান ও যুক্তিবোধের বিকাশ
f) বর্ণ সংক্রান্ত ধারণার বিকাশ
g) আকার আকৃতির ধারণার বিকাশ
h) সংখ্যা সংক্রান্ত ধারণার বিকাশ
i) সময় সংক্রান্ত ধারণার বিকাশ
j) আয়তন বিষয়ক ধারণার বিকাশ
k) ওজনের ধারণার বিকাশ
l) বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষা যেমন বর্ষাকাল, আবহাওয়া, পোশাকআশাক, জীবজন্তু, প্রকৃতি বৈচিত্র্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি।

(৭) সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ:
a) কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ
b) সৃজনশীল চিন্তার দক্ষতা
c) পারিবেশিক সৌন্দর্যবোধ উপাদানের শিক্ষা

প্রতিটি শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এইভাবে ECCE ক্রমাগত কাজ করে চলেছে।

- Mayurakshee Sekhar

Q National Policy On Education

প্র. শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় প্রকল্প বিষয়ে লেখ

→ ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এই শিক্ষা নীতি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা উভয় ক্ষেত্র নিয়েই আলোচনা করে, ভারতবর্ষের গ্রাম ও শহর ভেদে এই নীতিতে কোনো তারতম্য করাও হয়নি, সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 1968 সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, তারপর 1986 সালে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী তখন দ্বিতীয়বার জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রবর্তন করা হয়েছিল,

1985 সালে নতুন রূপে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ও 1986 সালের May মাসে এটি প্রনয়ন করা হয়, নতুন এই শিক্ষানীতির মূল বক্তব্য ছিল 'শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ,' ও 'সকল ব্যক্তির জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ করে দেওয়া', বিশেষ করে ভারতীয় মহিলা, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় যেমন SC, ST ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষদের জন্য এই শিক্ষানীতিতে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছিল, এই উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি 1986-এ স্কলারশিপ প্রদান, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য উৎসাহ প্রদান, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় থেকে বেশি পরিমানে শিক্ষক নিয়োগ, বয়স্ক ও প্রবহমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রনয়ন, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির অন্যতম বক্তব্য হলো প্রাথমিক শিক্ষা সর্বদা শিশুকেন্দ্রীক হবে, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার সারা ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির আনুষঙ্গিক উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম সার্বিক ব্যবস্থাপনা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়, এই কর্মকান্ড 'Operation Blackboard' নামে পরিচিত, জাতীয় শিক্ষানীতি-1986 মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে, 1985 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষা নীতি এই ব্যবস্থাকে সমর্থন জানায়, ভারতের গ্রামগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মহাত্মা গান্ধীর দর্শন অনুযায়ী 'Rural University' বা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা NPE 1986-এ বলা হয়েছে,

②

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে NPE-1986 নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেছে —

i) সর্বজনীন শিক্ষা ও ~~[illegible]~~ ভর্তির ব্যবস্থা
ii) 14 বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর শিক্ষা
iii) শিক্ষাগত মান উন্নয়ন
iv) সংস্কৃত ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ভাষার শিক্ষার পুনঃ ব্যবস্থা,

শিক্ষাব্যবস্থার যথাযথ উন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় শিক্ষানীতিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে —

a) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরও ভালো শিক্ষাপ্রদানের সুযোগ করে দেওয়া ও দায়বদ্ধতার বন্দোবস্ত,
b) ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুব্যবস্থা যাতে তাদের আচরণগত বিকাশ সাধিত হয়,
c) নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
d) রাজ্যস্তরে ও জাতীয়স্তরে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রচলন,

- 1986 সালের জাতীয় শিক্ষানীতি 1992 সালে পরিবর্তিত হয়, 1992 সালের এই পরিবর্তিত শিক্ষানীতির ব্যবস্থাপনাটি 'Programme of Action' (POA) নামে পরিচিত; এটি জাতীয় শিক্ষানীতির অধীনে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী প্রবেশিকা পরীক্ষা নেয় যেগুলি বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন,

RECENT DEVELOPMENTS (বর্তমান উন্নয়ন):

1. সর্বশিক্ষা অভিযান (The Education for All Movement):

সর্বশিক্ষা অভিযান বা SSA ভারতসরকার প্রবর্তিত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প যাতে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতার কথা বলা হয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনে 6–14 বছর পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা আবশ্যিক ও মুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এটিকে একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে; এই প্রকল্পটি অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে চালু হয়, এটির লক্ষ্য হলো —

i) যে সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যালয়ের অভাব সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন ও যে বিদ্যালয়গুলি

বয়স্ক তাদের পুনর্গঠন,

ii) শিক্ষকদের সংখ্যা যথাযথ কিনা তা দেখা ও যে শিক্ষকরা কর্মরত আছেন প্রশিক্ষণ প্রদান করা,

iii) জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতার শিক্ষা প্রদান, কম্পিউটার শেখানো, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা,

2. প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার জন্য জাতীয় ব্যবস্থাপনা (The National Programme for Education of Girls at Elementary Level [NPEGEL])

এটি ভারতসরকারের একটি প্রকল্পভিত্তিক ব্যবস্থাপনা যা যে সমস্ত মেয়েরা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য নির্মিত ও পরিকল্পিত, ২০০৬ সালের জুলাই মাসে এটি সর্বশিক্ষা অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে প্রচলিত হয়েছে। এটির মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য না রেখে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষন সহায়ক উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে, ছাত্রীদের বইখাতা দেওয়া, ইউনিফর্ম দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

3. অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাপনা :

(A) রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান :

এটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নজর দেয় —

(i) মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও তার স্বার্থে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনে চলা,

(ii) লিঙ্গ বৈষম্য ও শ্রেণী বৈষম্য দূরীকরণ

(iii) 2017 সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা,

(iv) 2020 সালের মধ্যে সর্বজনীনভাবে শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখা,

(B) মাধ্যমিক স্তরে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage) [IEDSS] :

2009 – 10 সাল থেকে IEDSS প্রচলন করা হয়েছে। এই প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো

(4)

প্রতিবন্ধী ছাত্রদের অন্যান্য ছাত্রদের সাথে পড়াশোনা, অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারা প্রথম ৮ বছরের শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা গ্রহণের পর মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে শিক্ষা প্রদান করা ও কোনোপ্রকার বৈষম্য তৈরি না করা।

(C) **সাক্ষর ভারত** : এটি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কর্তৃক প্রবর্তিত কেন্দ্র সরকারের একটি প্রকল্প, যার মাধ্যমে 15 বছর বয়সী নিরক্ষর ব্যক্তিদের নানা শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষা প্রদান করা হয়, এটি ২০০৯ সালের 8th সেপ্টেম্বর থেকে প্রচলিত হয়।

(D) **রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (Rashtriya Uchchatara Siksha Abhiyan) [RUSA]** :

National Higher Education Mission বা RUSA ভারতসরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক 2013 সালে প্রবর্তিত একটি প্রকল্প যা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী উচ্চতর শিক্ষার প্রসারে কাজ করছে, প্রায় 316 টি রাষ্ট্রস্তরের বিশ্ববিদ্যালয় ও 13,024 টি কলেজ এই প্রকল্পের অধীনে আছে।

-Mayurakshee Sarkar

Q. Write about Yashpal Committee Report :

Q. যশপাল কমিটি রিপোর্ট বিষয়ে আলোচনা করো

⇒ যশপাল কমিটি রিপোর্টটির মুখ্য বক্তব্য হলো –

"Advise on renovation and rejuvenation of higher education"

অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার পুনর্গঠন ও পুনর্জাগরণের নিমিত্ত উপদেশ।

গঠন →

এই কমিটিতে ২৫ জন সদস্য আছেন, কমিটির মুখ্যপাত্র হলেন প্রফেসর যশপাল, এছাড়াও UGC, AICTE, ও NAAC র মুখপাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্তমান ও প্রাক্তন উপাচার্য, মাদ্রাজ IIT-র পরিচালক, IIM Bangalore-র পরিচালক, NCERT র মুখপাত্র, অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা পরিষদের সদস্যরা, অর্থনীতি, শিক্ষা ও অন্যান্য মন্ত্রক প্রমুখ প্রত্যেকেই Yashpal Committee-র সদস্য।

রিপোর্ট →

এই কমিটির রিপোর্টটি নিম্নরূপ :

1. প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে, গবেষকরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ চলাকালীন পড়ানোর অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারেন সেই বন্দোবস্ত রাখতে হবে।
2. প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও বিস্তৃতি বজায় রাখবে।
3. পাঠক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।
4. সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ন্যূনতম কাজের সুযোগ করে দিতে হবে, যেমন internship বা অনুকালীন কাজ ইত্যাদি, এক্ষেত্রে মূল্যায়নের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।
5. স্নাতক স্তরে Humanities, Social Science, Aesthetics ইত্যাদি নতুন বিষয়গুলি পড়ার সুযোগ করে দিতে হবে।
6. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(2)

(7) কর্মমুখী শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার মিল ঘটাতে হবে,
(8) সমস্ত বৃত্তিমূলক সংস্থা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হবে,
(9) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের পাঠক্রম রাখতে হবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা তা পড়াতে বাধ্য থাকবেন,
(10) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লিঙ্গগত বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য ও শ্রেণীগত বৈষম্য করা হবে না,
(11) বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অবশ্যই বর্তমান সামাজিক ও বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করবে,
(12) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের ক্ষেত্র নির্বাচন করে নিজেদেরই সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে,
(13) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ক্ষেত্রে যেন কোন তারতম্য না করা হয়,
(14) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক কলেজ থাকবে,
(15) রাজ্যে উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত বিস্তৃত করার অসাম্যতা দূর করতে হবে,
(16) সকল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ক্যাটাগরিভুক্ত যুক্ত করতে হবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না,
(17) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকশিক্ষিকাদের পারিশ্রমিক বা বেতন প্রদান, বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে,
(18) Deemed University গুলিকে 3 বছর সময় দিতে হবে তাদের পুনর্মূল্যায়নের জন্য, তারা তাতে ব্যর্থ হলে তাদের বৈধতা প্রদান করা হবে না,
(19) পৃথিবীর সর্বোত্তম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (প্রথম 200 টি) ভারতে আসতে চাইলে তা মানা হবে, কিন্তু তাদের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন মেনে চলতে হবে,
(20) উচ্চশিক্ষার বিকাশের সহায়ক রাজ্যভিত্তিক অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে,
(21) আর্থিক অসুবিধাযুক্ত সকল ছাত্রছাত্রীদের লোন মঞ্জুর করতে হবে,
(22) জাতীয় স্তরের কোনো পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া যাবে,
(23) বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ভারতবর্ষ দেবে,
(24) শিক্ষা ও গবেষণার কাজে আগ্রহীদের অনেক পরিমাণ সুযোগ প্রদান করতে হবে,

(25) ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মূল্যায়ন করতে পারবে, তবে তা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করা হবে।

(26) বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে।

(27) শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও ছাত্রছাত্রী উভয়েই স্বাধীনভাবে পাঠদান ও পাঠলাভ করতে পারবে।

(28) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে এমন অভিযোগ করতে পারবে না।

(29) ~~NCEHE~~ NCHER (National Commission for Higher Education and Research) কোনোভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে হস্তক্ষেপ করবে না।

(30) NCHER-র প্রধানতম দায়িত্ব হলো পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস।

(31) NCHER-র কাজ হলো ভারতবর্ষের 1500 টি এমন কলেজ নির্বাচন করা যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা যায়;

(32) প্রতি 5 বছর অন্তর NCHER-র পুনর্বিবেচনা করা হবে।

(33) NCHER কে প্রতি বছর ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে ও তা পার্লামেন্টে পেশ করতে হবে।

(34) NCHER একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা যা ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তৈরী হয়েছে ও এটির খরচ সম্পর্কিত বিষয় ভারতীয় অর্থ পরিষদ দেখে, NCHER-র প্রধান 5টি বিভাগ আছে —

a) Future Direction বা ভবিষ্যত নির্দেশনা
b) Accreditation Management বা সরকারী স্বীকৃতি
c) Funding and Development বা অর্থনৈতিক অনুদান এবং উন্নয়ন
d) New Institutions and Incubation বা নতুন সংস্থা এবং ব্যবস্থাপনা।
e) Information and Governance বা তথ্য ও সুশাসন।

— Mayurakshi Sarkar

①

Q. LEARNING WITHOUT BURDEN

Q. বোঝাবিহীন শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা কর।

⇒ Yashpal Committee বা যশপাল কমিটির কার্যকারিতেই এই বোঝাবিহীন শিক্ষা পদ্ধতিটি নির্মিত হয়েছে, যশপাল কমিটিতে মুখ্য প্রফেসর যশপাল ও তাঁর সঙ্গে ২৫ সদস্যের একটি টিম কাজ করে, UGC, AICTE, ও NAAC-র চেয়ারপার্সনরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, IIT-সমূহের ও IIM ক্যাম্পাসগুলোর ডিরেক্টর, NCERT র মুখ্য, অর্থনীতিবিদ, বিভিন্ন প্ল্যানিং কমিশনের আইনজীবিরা, অর্থ-শিক্ষা ও অন্যান্য মন্ত্রকের প্রধান প্রমুখ মিলে এই কমিটিতে কাজ করেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে অনাবশ্যক বোঝাগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে এই কমিটি সেই বোঝা কমানোর জন্য পরিকল্পনা করেছে, এই পরিকল্পনার নাম "Learning without Burden".

- নিম্নে বোঝাবিহীন শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করা হল —

i) Starting Early (সময়ের আগে শুরু): শিশুদের ওপর 1 থেকে 2 বছর বয়সের মধ্যেই অতিরিক্ত পড়ার বোঝা চাপানোর ঘটনা দেখা যায়, কমিটিটি যাতে অল্প বয়সে শিশুদের ওপর এই বোঝা চাপানো না হয় তার জন্য কাজ করেছে।

ii) Size of School Bag (স্কুলব্যাগের আকার): শিশুদের ওপর পড়াশোনার বোঝার অন্যতম নিদর্শন হল তাদের স্কুলব্যাগের আকার ও ওজন, অতিরিক্ত বই-খাতা, আঁকার কাজের বিভিন্ন সামগ্রী, টিফিনের ভিন্ন খাতা-বই ইত্যাদি সবই শিশুদের স্কুল-ব্যাগে সারাদিন বইতে হয় যা অস্বাস্থ্যকর।

iii) Examination System (পরীক্ষা ব্যবস্থা): পরীক্ষার প্রশ্ন ছোটোবেলা থেকে শিশুদের মনে গভীর ভয় থেকে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা ও পরিবার থেকে পরীক্ষার সম্পর্কে ধারণা যাতে না হয়

তার জন্য নানারকম কথা শিশুদের বলেন যা শিশুরা বুঝতে পারে না ফলতঃ অস্বাভাবিক মানসিক চাপে ভুগতে থাকে।

iv) Joyless Learning (আনন্দহীন শিক্ষা): বেশীরভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যেতে চায় না, কারণ তারা পড়াশোনায় আগ্রহ অনুভব করে না, পড়াশোনার বোঝায় তারা এতটাই অসহায় থাকে যে বিদ্যালয়ে ঢুকে যেতে শুরু করে, পরীক্ষার সময় বিশেষ করে এই সমস্যা বুঝতে পারা যায়, যদিও শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষার কথা বারবার বলা হয় তাও সম্পূর্ণভাবে তা প্রয়োগ এখনও সম্ভব হয়নি।

v) Syllabus and Text Book (পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক): পাঠক্রমের জটিলতা ও ব্যাপ্তি শিশুদের জন্য খুবই কষ্টকর, যদি পাঠ্যপুস্তক কঠিন করা হয় ও তা শিশুদের জোর করে মুখস্থ করানো হয় বা পাঠ্যপুস্তকের ভাষা যদি খুব কঠিন হয় তখন তা বোঝা শিশুদের পক্ষে খুবই কষ্টকর ও সমস্যার হয়ে পড়ে।

এই সমস্ত সমস্যা বিচার করে কমিটি বলে যে, এটি কেবলমাত্র শহরের বিদ্যালয়গুলির সমস্যা নয়, গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতেও পাঠক্রম অর্থাৎ সিলেবাস সংক্রান্ত জটিলতাগুলি প্রকট, এই কারণেই প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা অর্জন করা একটা সমস্যার হয়ে উঠেছে।

- কমিটি অনেক গবেষণা করে এই সমস্যাগুলির কারণগুলি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে, সেগুলি হলো —

i) Knowledge Vs. Information (জ্ঞান বনাম তথ্য):

সিলেবাসে জ্ঞানমূলক বিষয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের বাইরেও প্রচুর অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য যুক্ত করা হয়েছে যা শিশুদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ নষ্ট করছে।

ii) Experts to write textbooks Vs. Classroom Reality (পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞ রচয়িতা বনাম শ্রেণীকক্ষের বাস্তবতা) :→

যেসকল বিশেষজ্ঞরা বই লিখছেন তাঁরা শ্রেণীকক্ষের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন, তাই তাঁদের লেখার ধরণ ও শিশুদের মানসিক চাহিদা মিলছে না।

iii) Centralised curriculum Vs. diverse school settings (কেন্দ্রীয় পাঠ পরিকল্পনা বনাম বৈচিত্র্যপূর্ণ বিদ্যালয় ব্যবস্থা) :→

একটি কেন্দ্রীয় পাঠ পরিকল্পনা সারাদেশের সবার জন্য প্রয়োগ করা হলেও ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে সব জায়গায় একই রকমের বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

iv) Teaching the text (পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর ধরণ) :→ পাঠদান যদি একঘেয়েমি তৈরি করে তাহলে শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনায় আগ্রহ বোধ করবে না।

v) Competition (প্রতিযোগিতা) :→ অতিরিক্ত প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা শিশুর মানসিক বিকাশকে বিপজ্জনকভাবে প্রভাবিত করে, বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা তৈরি করা হয়, এর জন্য দায়ী জটিল নম্বরভিত্তিক পরীক্ষাব্যবস্থা।

vi) Absence of Academic Qualities (শিক্ষামূলক গুণাগুণের অভাব) :→

শিক্ষামূলক গুণাগুণের অভাব বলতে বোঝায় পরিকাঠামোর অভাবকে, বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিকাঠামো যথাযথ নয়, লাইব্রেরী নেই, খেলার মাঠ নেই, শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো ক্লাসরুমে কোনো কাজ করানো হয় না।

• এই সমস্ত সমস্যাকে বিচার করে কমিটি যে পরিকল্পনা গুলি প্রণয়ন করেছে তা সমগ্র দেশের প্রতিটি রাজ্যের ওপর প্রযোজ্য। নিম্নে এই পরিকল্পনামূলক প্রস্তাবগুলি দেখা হলো।

a) রাজ্যস্তরে দক্ষ শিক্ষক পরিমণ্ডল গঠন করে চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা।

b) School Education Act-এর রাজ্যস্তরীয় পরিবর্তন।

c) প্রাক প্রাথমিক স্তরে ভর্তির সময় কোনো প্রবেশিকা পরীক্ষা না নেওয়া ও বাড়ির কাজের ভার না দেওয়া এবং পাঠ্যপুস্তকের বাধ্যবাধকতা না রাখা।

d) প্রাথমিক স্তরেও বাড়ির কাজ ও প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করা।

e) দৃশ্য-শ্রাব্য (audio-visual) পদ্ধতির প্রয়োগ করে পড়ানো ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর অনুপাত হবে 1:40।

• মূল্যায়ন :→ Ministry of Human Resource Development -এর মন্ত্রকের কার্যকারিতা ও প্রয়োগ বোঝার জন্য একটি পর্যালোচনা-মূলক কমিটি গঠন করা হয়েছে। 1994 সাল থেকে 'Learning without Burden' গঠনমূলকভাবে এর কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

— Mayurakshee Gayen

①

Q. Role of Indian Association for Pre-school Education.

Q. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় IAPE-র ভূমিকা

→ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রশিক্ষকদের একত্রে নিয়ে আসার অভিপ্রায় নিয়ে 1964 সালে IAPE প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃদ্ধিমূলক বিকাশ কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রত্যেক শিশুর অভিভাবকদের শিক্ষাপ্রদান ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মীবৃন্দদের বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে শিশুদের বিকাশের স্বার্থে ও একটি আনন্দদায়ক শৈশব প্রদান করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এই IAPE র অন্যতম কাজ। বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের উচ্চাশার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তরুণ ছাত্রছাত্রীদের নতুন সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে IAPE কাজ করে।

Indian Association for Pre-school Education বর্তমানে The Association for Early Childhood Education and Development (AECED) নামে পরিচিত। এটি 2008 সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। এটি শিশুদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি দেখে। 0-8 বছরের শিশুদের বিকাশ ও শিক্ষার চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করাও এটির কাজ। সর্বজনীন শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে মিলিতভাবে AECED কাজ করছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য :

1) শারীরিক বিকাশ যার উৎস সুষম খাদ্য, বিশ্রাম, খেলা, পুষ্টি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থা,
2) মানসিক বিকাশ যার উৎস সুন্দর পরিবেশ, সদ্ব্যবহার, মেলামেশার সুযোগ ও সঠিক পরামর্শ দেওয়া।
3) সামাজিক বিকাশ যার উৎস হল পরিবারের বাইরে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও সমবয়সী শিশুদের সাথে মেলামেশার সুযোগ।
4) প্রাক্ষোভিক বিকাশ যার উৎস হল সমাজোপযোগী আচরণ, আবেগ নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা, মনের ভাব প্রকাশ করবার দক্ষতা অর্জন।
5) শিক্ষাগত বিকাশ যার উৎস হল যথাযথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন যা পরবর্তীকালে বিদ্যালয় জীবনে কাজে লাগবে।
6) পিতামাতার শিক্ষা যা খুবই প্রয়োজনীয় ও এটি প্রদানের জন্য পিতামাতার সমস্যা

নিয়েও আলোচনা করা।

1992 সালের শুরুর দিকে মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর গঠিত যশপালের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় পরামর্শ প্রদান কমিটি শিশুদের কথা বলে যা বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের ওপর থেকে শিক্ষার চাপ কমানোর ওপর জোর দেবে, এই কমিটিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত পড়ার বোঝা দিয়ে অত্যাচার করার কোনো মানে হয় না। এতে আরও বলা হয়েছে যে, শিশুদের প্রত্যেকদিন অত বই বয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি, তাই প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সব বই কেনার কোন দরকার নেই ও তা রোজ বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয় থেকে বাড়িতে আনারও দরকার নেই, এটি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব যে তারা নির্দিষ্ট রুটিন বানিয়ে আগে থেকে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দেবে ও পাঠ্যপুস্তক, নোটবুক তারা সরবরাহ করবে, এই বিষয়টিকে 'বোঝাহীন শিক্ষা' (Learning without Burden) বলা হয়।

ভারতবর্ষে প্রাক শৈশবকালীন শিক্ষা অনেক কম গুরুত্ব পায়, ও আর্থিক সহায়তাও কম পায়, তাই শিশুরা যথাযথ প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষা পাচ্ছে কিনা তা বোঝার জন্য গবেষণার বন্দোবস্ত করতে হবে, প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে, শৈশবকালীন শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ICDS জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ও সর্বশিক্ষা অভিযান প্রচলন করা হয়েছে।

অনেক শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা নিয়ে চিন্তিত, কারণ, শৈশবকাল থেকে প্রথাগত শিক্ষায় মাতে শিশুদের খেলা হয় যা তাদের বিকাশকে অবরুদ্ধ করে, তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে Indian Academy of Paediatrics কিছু নির্দেশাবলী প্রকাশ করেছে যা প্রত্যেক প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মেনে চলা আবশ্যক।

সাধারণ নির্দেশাবলী :

i) শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই শিক্ষাভিত্তিক

③

পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও বিকাশমূলক পরিকল্পনা করা দরকার।

ii) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কখনোই প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নমুখী কোনো অংশ নয় তাই প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বদা অভিজ্ঞতাগত শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

iii) যেহেতু শিশুরা মাতৃভাষায় তাদের মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে তাই প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম শিশুর মাতৃভাষা হবে।

iv) বিকাশগত প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশুদেরও অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে একসাথে শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

v) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর্যায়ে শিশুদের ভালোভাবে পরামর্শ প্রদান করার মতো দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

vi) যেহেতু ~~প্রাক~~ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো নির্দিষ্ট ও সঠিক পাঠক্রম নেই তাই NCERT-র তৈরী পাঠক্রম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

vii) অর্থনৈতিক অনুদানের অভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন হিসাবে প্রচার করা সম্ভব হয় না, কিন্তু এই অভাব মেটানোর জন্য স্থানীয় সংস্থা বা পঞ্চায়েতকে এগিয়ে আসতে হবে।

viii) জনগনের মধ্যে এখনও অভিজ্ঞতাগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। তাই সচেতনতা জাগরনের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ নির্দেশাবলী :

i) Lower KG তে ভর্তির বয়স কখনোই চার (4) বছরের কম হবে না।

ii) কখনোই ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যাবে না, ভর্তির জন্য,

iii) টীকাকরণের (vaccination বা immunization) নথি ভর্তির সময় জমা দিতে হবে,

iv) প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংযোগস্থাপনের বা কথোপকথনের ভাষা যথাসম্ভব ~~[illegible]~~ মাতৃভাষা হবে,

v) বলপূর্বক পড়ানো ও লেখানো শিশুর বিকাশের জন্য ক্ষতিকারক, তাই এইগুলি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করা হবে না,

vi) NCERT, New Delhi -র নির্দেশ অনুসারে প্রাক প্রাথমিকের স্তরে কার্যাবলীর পরিকল্পনা করা হবে,

vii) প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের কখনোই প্রথাগত পরীক্ষা নেওয়া যাবে না বা বাড়ির কাজ প্রদান করা যাবে না,

viii) ~~[illegible]~~ শিশুদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে,

ix) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যক নয়,

x) Indian Academy Of Paediatrics প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী তৈরী করবে,

---

- Mayurakshee [illegible]